

তারিখ : ১৭-০১-২০২২ (পৃঃ ১১)

## ধান চাষে ভূগর্ভস্থ পানির স্তরের ক্ষতি হয় না ব্রি'র গবেষণা

### ■ গাজীপুর প্রতিনিধি

বোরো ধান চাষে ভূগর্ভস্থ পানির স্তরের কোনো ক্ষতি হয় না বলে প্রমাণ পেয়েছেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) বিজ্ঞানীরা। দীর্ঘ পাঁচ বছর গবেষণার পর গতকাল রোববার বিকেলে এ তথ্য জানিয়েছেন তারা।

এ বিষয়ে কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, বোরো ধানে পানির অপচয় নিয়ে যে বিভ্রান্তি সমাজে প্রচলিত ছিল, এই গবেষণার ফলের মাধ্যমে সে বিভ্রান্তির অবসান হবে। গতকাল বিকেলে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের এক কর্মশালায় জুম প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ এই সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠানের উচিত এ ধরনের বিভ্রান্তি নিরসনে একযোগে গবেষণা কাজ পরিচালনা করা।

ব্রি'র মহাপরিচালক ড. শাহজাহান কবীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে জুমে যুক্ত হন কৃষি সচিব মো. সায়েদুল ইসলাম, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মো. বখতিয়ার, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের চেয়ারম্যান এ এফ এম হায়াতুল্লাহ প্রমুখ।

## বোরো চাষে ভূগর্ভস্থ পানিস্তরের অবনমন হয় না : কৃষিমন্ত্রী

গাজীপুর প্রতিনিধি

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আবদুর রাজ্জাক এমপি বলেছেন, বোরো ধান চাষে ভূগর্ভস্থ পানিস্তরের অবনমন হয় না। ধারণা (মিথ) আছে এক কেজি বোরো ধান উৎপাদনে প্রায় ৩ হাজার থেকে ৫ হাজার লিটার সেচের পানি লাগে। কিন্তু ব্রিগ গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, দেশের নিয়ন্ত্রিত সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাত্র ১



হাজার থেকে ১ হাজার ৬০০ লিটার সেচের পানি দিয়ে কৃষক সফলভাবে ১ কেজি ধান উৎপাদন করছেন। তিনি বলেন, শুধু সেচ বিবেচনায় এই পানির প্রয়োজন আরও কম। যার মধ্যে আনুমানিক ৪০ শতাংশ (৪০০-৬৫০ লিটার) সিপেজ ও পারকুলেশনের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানির সঙ্গে মিশে যায়। সুতরাং ধান উৎপাদনে প্রকৃত পানির প্রয়োজন ৫৫০-৬৫০ লিটার।

তিনি বোরো ধানে পানির অপচয় নিয়ে যে বিভ্রান্তি সমাজে প্রচলিত ছিল ব্রিগ এই গবেষণা ফলাফলের মাধ্যমে সে বিভ্রান্তির অবসান হবে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে আয়োজিত ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে যুক্ত হয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

তারিখ : ১৭-০১-২০২২ (পৃঃ ০৫)

## এক কেজি বোরো ধান উৎপাদনে ১৬শ' লিটার পানির প্রয়োজন হয়

### ■ বিশেষ প্রতিনিধি

বোরো ধান চাষে ভূগর্ভস্থ পানিস্তরের অবনমন হয় না। এক কেজি বোরো ধান উৎপাদনে প্রায় এক হাজার থেকে এক হাজার ৬০০ লিটার সেচের পানি দিয়ে কৃষকরা সফলভাবে এক কেজি ধান উৎপাদন করছেন। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ব্রি'র এক গবেষণায় এমন তথ্য উঠে এসেছে।

রোববার বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে এক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে যুক্ত হয়ে কৃষিমন্ত্রী ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, বোরো ধানে পানির অপচয় নিয়ে যে

### ব্রি'র গবেষণায় তথ্য

বিস্তৃতি সমাজে প্রচলিত ছিল ব্রি ও সহযোগী সংস্থাগুলোর এই গবেষণা ফলাফলের মাধ্যমে তার অবসান হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে জুম প্লটফর্মে যুক্ত ছিলেন কৃষি সচিব মো. সায়েদুল ইসলাম, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ডক্টর শেখ মো. বখতিয়ার, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের চেয়ারম্যান এ এফ এম হায়াতুল্লাহ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. বেনজীর আলম এবং বারেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক মো. আব্দুর রশীদ।

বিশেষজ্ঞ প্যানেলের আলোচনায় প্রফেসর ইমিরেটাস ডক্টর এম এ সাতার মণ্ডল বলেন, দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার জন্য বোরো ধানের আবাদই একমাত্র দায়ী নয়। শুষ্ক মৌসুমে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের নদীনালা, খাল-বিলে পানির প্রবাহ কম থাকায় বেজ ফ্লো হিসেবে ভূগর্ভস্থ পানির একটি অংশ নদীতে চলে যাচ্ছে। ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের ফলে বন্যার পানি প্রথমে ভূ-গর্ভস্থ পানির সেই খালি জায়গা পূরণ করার ফলে বন্যার তীব্রতা হ্রাস পাচ্ছে।



# BRRRI breaks myth about boro irrigation

## STAFF CORRESPONDENT

Cultivation of per kilogram Boro paddy will require 550-650 liters of water through controlled irrigation management, finds a new survey.

It was revealed by the Bangladesh Rice Research Institute (BRRRI) recently.

There is a myth that per kilogram boro paddy production was require about 3000-5000 liters of water but BRRRI research shows that farmers are successfully producing per kilogram of paddy with only 550-650 liters of water through controlled irrigation management of the country.

At a webinar on Sunday, Agriculture Minister Mohammad Abdur Razzaque asked all the concerned institutions including the Water Development Board (WDB) for conducting research work simultaneously to resolve the confusion about water wastage in Boro paddy.

The minister said this while speaking at the webinar titled 'Groundwater Sustainability and Rice Production in North-West Bangladesh' organised by

Bangladesh Rice Research Institute in collaboration with Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization of Australia (CSIRO), University of Southern Queensland (USQ), ACAIR and Australian AID.

Agriculture Secretary Sayedul Islam, Bangladesh Agricultural Research Council Executive Chairman Sheikh Mohammad Bakhtiyar, Bangladesh Agriculture Development Corporation Chairman AFM Hayatullah, Agriculture Extension Department Director General Md Benazir Alam and Barind Multipurpose Development Authority Executive Director Md Abdur Rashid attended the webinar. Bangladesh Agricultural University Professor Emeritus and former Vice-Chancellor Dr MA Sattar Mandal, Department of Agricultural Extension former Director General Dr Hamidur Rahman joined the webinar as expert panel.

Bangladesh Rice Research Institute Irrigation and Water Management Department Chief Scientific Officer and Chief Dr Md Moniruzzaman, and Commonwealth Scientific and Indus-

trial Research Organization (CSIRO) Australia Principal Research Scientist Dr Mohammed Mainuddin presented two research papers.

Professor Emeritus Dr MA Sattar Mandal said that the cultivation of boro paddy was not the only reason for the lowering of groundwater level in the north-western part of the country.

Due to low flow of water in rivers, canals in the northwest during the dry season, a portion of ground water is flowing into the river as base flow. As a result of groundwater abstraction, flood waters first fill in the gaps in groundwater, thus reducing the intensity of floods, he added.

Department of Agricultural Extension Former Director General Hamidur Rahman said that in order to manage sustainable groundwater in the north-western part of the country, it is necessary to increase the use of surface water with integrated initiatives.

Increasing the use of water conservation in rivers, canals will enable successful cultivation of paddy and other crops in the north-western part of the country, he stated.



# বোরো চাষে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নামে না

স্টাফ রিপোর্টার ॥ বোরো ধান চাষে ভূগর্ভস্থ পানির স্তরের অবনমন হয় না। ধারণা (মিথ) আছে ১ কেজি বোরো ধান উৎপাদনে প্রায় ৩০০০-৫০০০ লিটার সেচের পানি লাগে। কিন্তু ব্রিগ গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, দেশের নিয়ন্ত্রিত সেচ

## গবেষণার তথ্য

ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাত্র ১০০০-১৬০০ লিটার সেচের পানি দিয়ে কৃষকগণ সফলভাবে ১ কেজি ধান উৎপাদন করছেন। শুধু সেচ বিবেচনায় এই পানির প্রয়োজন আরও কম। যার মধ্যে আনুমানিক ৪০ শতাংশ (৪০০-৬৫০ লিটার) সিপেজ ও

পারকুলেশনের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানির সঙ্গে মিশে যায়। সুতরাং ধান উৎপাদনে প্রকৃত পানির প্রয়োজন হয় ৫৫০-৬৫০ লিটার/কেজি। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে এবং অস্ট্রেলিয়ার কমনওয়েলথ সায়েন্টিফিক এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ অর্গানাইজেশন, ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন কুইন্সল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া এইডের সহযোগিতায় 'গ্রাউন্ড ওয়াটার সাসটেনিবিলিটি এ্যান্ড রাইস প্রোডাকশন ইন নর্দার্ন-ওয়েস্ট বাংলাদেশ' শীর্ষক গবেষণায় এ তথ্য বেরিয়ে এসেছে। ওয়েবিনারে প্রধান (১৫ পৃষ্ঠা ৬ কঃ দেখুন)

## বোরো চাষে

(১৬-এর পৃষ্ঠার পর)  
অতিথি হিসেবে যুক্ত হলে কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেছেন, বোরো ধানে পানির অপচয় নিয়ে যে বিভ্রান্তি সমাজে প্রচলিত ছিল ব্রিগ সহযোগী সংস্থাসমূহের এই গবেষণা ফলের মাধ্যমে সে বিভ্রান্তির অবসান হবে। তিনি বলেন, পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের উচিত এই ধরনের বিভ্রান্তি নিরসনে একযোগে গবেষণা কাজ পরিচালনা করা।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে জুম প্র্যাটফর্মে যুক্ত ছিলেন- কৃষি সচিব মোঃ সায়েদুল ইসলাম, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোঃ বখতিয়ার, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এ এফ এম হায়াতুল্লাহ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের মহাপরিচালক মোঃ বেনজীর আলম এবং বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক মোঃ আব্দুর রশীদ। বিশেষজ্ঞ প্যানেলে যুক্ত ছিলেন প্রফেসর ইমেরিটাস ও প্রাক্তন উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ড. এম এ সান্তার মন্ডল, এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের প্রাক্তন মহাপরিচালক ড. হামিদুর রহমান। ওয়েবিনারে দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রধান ড. মোঃ মনিরুজ্জামান, এবং কমনওয়েলথ সায়েন্টিফিক এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ অর্গানাইজেশন, অস্ট্রেলিয়ার প্রিন্সিপ্যাল রিসার্চ সায়েন্টিস্ট ড. মোঃ মাদিন উদ্দিন। বিশেষজ্ঞ প্যানেলের আলোচনায় প্রফেসর ইমেরিটাস ড. এম এ সান্তার মন্ডল বলেন, দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার জন্য বোরো ধানের আবাদই দায়ী নয়। শুষ্ক মৌসুমে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের নদী-নালা, খাল-বিলে পানির প্রবাহ কম থাকায় বেজ ফ্লা হিসেবে ভূগর্ভস্থ পানির একটি অংশ নদীতে চলে যাচ্ছে। ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের ফলে বন্যার পানি প্রথমে ভূগর্ভস্থ পানির সেই খালি জায়গা পূরণ করার ফলে বন্যার তীব্রতা হ্রাস পাচ্ছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের প্রাক্তন মহাপরিচালক ড. হামিদুর